W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 201 /WBHRC/SMC/2017

Date: 11. 07.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Ekdin, a Bengali daily dated 11.07.2017, captioned ' ন'মাস ডাক্তার নেই, সমস্যায় ৪০ হাজার মানুষ'

The Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to submit a detailed report by 30th August, 2017.

11/07/17

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

11/7/2017

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy) 11/7/17
Member

Encl: News Item Dt.11.07. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and uploaded in the website.

SDB Prabir Babu
Please up-load immediately.
11/07/17

ন'মাস ডাক্তার নেই, সমস্যায় ৪০ হাজার মানুষ

ম[illegible]াজ চক্রবর্তী ● জগৎবল্লভপুর

১০-১২টি গ্রামের প্রায় ৪০ হাজার বাসিন্দা নির্ভরশীল গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর। অথচ ন'মাস হয়ে গিয়েছে সেখানে কোনও চিকিৎসকই নেই। হাওড়ার জগৎবল্লভপুর ব্লকের মাজু প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক না-থাকায় গ্রামবাসীদের ন্যূনতম চিকিৎসার জন্য ছুটতে হচ্ছে জগৎবল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতাল কিংবা পাঁচলার গাবেড়িয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। উত্তর মাজু, দক্ষিণ মাজু, মাছঘুরালি, চোংঘুরালি, মউলগাছি, সন্তোষবাটি-সহ আশপাশের কয়েকটি গ্রাম থেকে গ্রামীণ হাসপাতাল ও পাঁচলা হাসপাতালের দূরত্ব কমপক্ষে ১০ কিলোমিটার। সাধারণ জ্বর, সর্দি-কাশি হলেও এতদূরে ডাক্তার দেখাতে যাওয়া অত্যন্ত অসুবিধেজনক বলে জানাচ্ছেন গ্রামবাসীরা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ন'মাসে আগে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন চিকিৎসক ছিলেন। তারও আগে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসব হত। আটটি শয্যা ছিল। কিন্তু, কোনও এক অজ্ঞাতকারণে, চিকিৎসকের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। প্রায় হাজার ৪০ মানুষ ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভর করেন। একজন ডাক্তারেও সমস্যা হত। ডাক্তার দেখাতে অনেকক্ষণ লাইন দিতে হত। কিন্তু,

জরাজীর্ণ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই কোনও চিকিৎসা পরিষেবা। *ছবি: প্রতিবেদক*

সেটুকুও এখন পাচ্ছেন না তাঁরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, চিকিৎসক না-পাঠিয়ে দিনের পর দিন কৌশলে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে রুগ্‌ণ করে দেওয়া হচ্ছে। দিনেদুপুরে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে বসছে মদের আসর। অভিযোগ বারবার জানানো সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রয়েছেন একজন মাত্র নার্স ও এক সহকারী। সন্ধ্যা সাধুখাঁ নামে ওই নার্স জানালেন, 'আমি একা কী করব। তাও যতটা পারি করি। কেটে গেলে ব্যান্ডেজ বাঁধা, টেট ভ্যাক দেওয়া এসব করার চেষ্টা করি।' দক্ষিণ মাজুর বাসিন্দা পূর্ণিমা বায়েন জানান, গর্ভবতী অবস্থায় সেখানে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারি কার্ড ছাড়া আর কিছুই পাননি। গ্রামের বাসিন্দা অশোক সিং জানালেন, 'বিরক্ত হয়ে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

ন'মাস স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক নেই। সমস্যায় ১০-১২টি গ্রামের হাজার চল্লিশেক বাসিন্দা। সরকারি উদাসীনতায় দাপট বাড়ছে হাতুড়েদের।

যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি। ডাক্তার না-থাকায়, এলাকায় ভুয়ো ডাক্তারের রমরমা বাড়ছে।' প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই জগৎবল্লভপুর থেকে এক ভুয়ো ডাক্তার ধরা পড়েছিল।

এদিকে, হাসপাতালের এহেন অব্যবস্থার সুযোগকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করতে ইতিমধ্যেই মাঠে নেমেছে বিজেপি। স্থানীয় বিজেপি নেতারা ইতিমধ্যেই বিডিও অফিস ও হাওড়া জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন। যদিও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ভবানী দাস জানিয়েছেন, 'ওই হাসপাতালে যাতে চিকিৎসক পাঠানো হয় দ্রুত তার ব্যবস্থা করা হবে।' সূত্রের খবর, এলাকায় দুষ্কৃতী কার্যকলাপের দাপটেই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসতে চাইছেন না কোনও চিকিৎসক।